দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...31 JAN 1996... পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে

২৩শে জানুয়ারি সৈনিক সংবাদ-এ ''সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট : তিনজনের অবৈধ পদোন্নতি, অভিযুক্ত স্বয়ং উপাচার্য'' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতি-বেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, এতে উপাচার্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ১৯৯১ সালের জুন মাসে দু'টি পদের জন্য এবং ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে আরও একটি পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। বর্তমান উপাচার্য (অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর। উল্লেখিত বিষয়গুলো তার গোচরীভূত হবার পর পরই এ ব্যাপারে অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি পদগুলো পূরণের জন্য সিলেকশন বোর্ডের সভা ডাকার ব্যবস্থা করেন। সিলেকশন বোর্ডের সভা '৯৩ সালের ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশ সমাজ কল্যাণ ইন্সটিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস উপস্থাপিত হলে বোর্ড দেখতে পায় যে, সমাজকল্যাণ বিষয়ে সিলেকশন বোর্ড কর্তৃপক্ষ এমন প্রার্থীকেও বিজ্ঞাপিত পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারী নন। এই কারণে সিলেকশন বোর্ড বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে। সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশ পুনর্বিবেচনার বিষয়টি বিধিবহির্ভূত নয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এর বহু নজির রয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার জামাতা প্রার্থী থাকায় সৌজন্যের খাতিরে তিনি সিলেকশন বোর্ডের প্রথম সভায় অধ্যাপক কে টি হোসাইনকে এবং পরবর্তী সভায় তার অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক মাজহারুল হককে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান করেন। সুতরাং প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপাচার্যের প্রভাব খাটা-নোর প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়, প্রতিবেদনে আপ গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে কাউকে পদোন্নতি দেয়া নিয়ম বহির্ভূত বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের জামাতা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্স-টিটিউটের শিক্ষক আতিকুর রহমানসহ ৩ জনকে অবৈধভাবে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ স্বয়ং এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত।

একথা আমরা বলিনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে তদন্ত কমিটি গঠন করে সেই কমিটি তাদের রিপোর্টে একথা বলেছে।

উপাচার্যের জামাতাসহ ৭ জনকে পদোন্নতি দেয়ার পর সমাজকল্যাণ ইন্স-টিটিউটের দু'জন শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন। এ অভিযোগ পাবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইরশাদুল হক বিষয়টি তদন্ত করার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিকট চিঠি লেখেন। এ চিঠি পাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম শামসুল হকের নির্দেশে মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক এম, জি মোস্তাফা বিষয়টি অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। তৈরির পর এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে উপাচার্য সিলেকশন কমিটির প্রথম সভায় ছিলেন না। কমিটির রিপোর্টের ৫ নম্বর পর্যবেক্ষণে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : '৯৩ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিলেকশন কমিটির ৫ ঘন্টাব্যাপী চলা দ্বিতীয় সভার পুরো সময় উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার নির্দেশে সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে এ সভার কার্যবিবরণীতে উপাচার্যের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বোর্ড অব গভর্নস যেভাবে বিষয়টিকে আবার সিলেকশন কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর সুস্পষ্ট লংঘন।

কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে, আতিকুর রহমানসহ ৩ জন সহকারী অধ্যাপক পদোন্নতির যোগ্য নয়।

রিপোর্টের বক্তব্যের নিরিখেই খবরটি তৈরি করা হয়েছে, কোন নিজস্ব মন্তব্য করা হয়নি।